সংবাদ

তারিখ ... ২২।০।৪৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ৮ ...

023

অনুরূপা ভৌমিকের লাঞ্ছনা ও স

আজ লিখতে বসে প্রথমেই ভাবছি এ সমাজে প্রভাবশালীদের দাপট কী প্রবল। ইংরেজ গেছে, পাকিস্তান গেছে, জমিদারী নেই, কিন্তু তারপরও সবলের দাপট সমাজ থেকে এতোটুকু কমেনি। তারা ধরাকে সরা না হলেও দেশ ও সমাজকে থোরাই কেয়ার করে। কারণ তারা জানে যে এ সমাজের তারাই হর্তা-কর্তা। থানা, পুলিশ, আইন সবই তাদের হাতে। প্রয়োজনে তারা দিনকে রাত করতে পারে আবার রাতকে দিন। এদের কথা লিখতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন
শক্তের অপরাধে,
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে
কাঁদে।

তখনও যেমন এখনও তেমনি এরা সমাজে সমান শক্তিমান। এতো কিছুর পরও এদের কোন পরিবর্তন হয়নি। এ থেকেই মনে হয় সমাজের মৌলিক পরিবর্তন ব্যতীত এধরনের সমস্যার সুচারু সমাধান সুকঠিন। সে জন্যই দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার এখনো সমান চোখে পড়ে।

পিরোজপুর পারেরহাট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী অনুরূপা ভৌমিক। পারেরহাট বালিকা বিদ্যালয়ের জায়গাটুকু নিয়ে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে কলহ। জমিটুকু দানের। কিন্তু সেই দানের জমিটুকু কিভাবে ফাঁকি দিয়ে কিনে নিতে চায় স্থানীয় একটি প্রভাবশালী কুচক্রী মহল। স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হিসেবে জমিটুকু রক্ষা করা এবং তার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কর্তব্য ও নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়ে। অনুরূপা ভৌমিক সেই কর্তব্যটুকু নিষ্ঠা ও সততার সাথে নিঃশঙ্ক চিত্তে পালন করেছিলেন। জমিলোলুপ প্রভাবশালী মহলের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন স্কুলের সামান্য জমিটুকু। অনুরূপা ভৌমিক হয়তো ভেবেছিলেন, অন্যায় তো তিনি কিছু করছেন না, আর নিজের স্বার্থের জন্যও করছেন না কোন কিছু। এলাকার জনসাধারণের স্বার্থেই একটি বালিকা বিদ্যালয়ের জমিটুকু রক্ষার জন্য তিনি চেষ্টা করছেন। কিন্তু তা করতে গিয়েই তাকে যে এমন চরম মূল্য দিতে হবে তা কি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পেরেছিলেন অনুরূপা ভৌমিক? প্রভাবশালীদের লোলুপ গ্রাস হতে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের জমি রক্ষা করতে গিয়ে এই নিষ্ঠুর সমাজের কাছ থেকে যোগ্য পুরস্কারই পেয়েছেন তিনি।

অনুরূপা ভৌমিক ফিরছিলেন পিরোজপুর থেকে। রিকশাযোগে প্রকাশ্য দিবালোকে উন্মুক্ত রাজপথে পারেরহাটের সামান্য দূরেই একদল লোক তাকে আক্রমণ করে। তাদের প্রহারে ও আক্রমণে অনুরূপা ভৌমিকের বুকের পাঁজর ও হাড় মাংস থেঁতলে যায়। কিন্তু শুধু তাতেই ক্ষান্ত হয়নি দুর্বৃত্তরা। তারা একজন সম্মানিতা স্কুল শিক্ষিকাকে রিকশা থেকে নামিয়ে তার শাড়ী খুলে নেয় এবং তার চুল কেটে দেয়। কোনমতে অন্যান্য বস্ত্রাবরণে লজ্জা নিবারণ করে একরকম মুমূর্ষু অবস্থায় দুর্বৃত্তদের কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে গন্তব্যস্থলে ফিরে যান অনুরূপা ভৌমিক। প্রথমে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ২১ নম্বর ওয়ার্ডে অর্ধ পঙ্গু মরণাপন্ন অবস্থায় পড়ে আছেন তিনি। প্রায় মাসাধিককাল ধরে তাকে স্যালাইনের ওপর বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। কারণ তাঁর কোন কিছু আহার করার সামর্থ্য নেই। এই ঘটনা ঘটেছে আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে। তারপর প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় চলে গেছে। অনুরূপা ভৌমিকের প্রতি এতোবড় অন্যায়ের কোন প্রতিকার হয়নি। পুলিশ কেস নেয়নি। উল্টো তাঁকেই ধমকে দিয়েছে। অসহায় অনুরূপা ভৌমিক হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। আর কিইবা করার আছে তার?

অনুরূপা ভৌমিক সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদাদি থেকে যতোটা জানতে পেরেছি তিনি একজন দরিদ্র কৃষকের সন্তান। নিজে শিক্ষকতা করে ছোটো ভাই, বাবা-মা ও সংসারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতেন। সেই সাথে শিক্ষকতার মতো একটি মহান পেশায় নিয়োজিত ছিলেন; কিন্তু অনুরূপা ভৌমিক জানতেন না যে, এ সমাজে দরিদ্র ও দুর্বলের কোন জায়গা নেই। প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবানদের দাপটে নিজের মান-মর্যাদা নিয়ে সমাজে টিকে থাকাই দুষ্কর। সেখানে কে শোনে নীতি-আদর্শের কথা। অনুরূপা ভৌমিক নিজের কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও সর্বোপরি অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে না পারার জন্যই এই সমাজের হাতে এভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন। প্রকাশ্য দিবালোকে উন্মুক্ত রাস্তায় একজন সম্মানিতা স্কুল শিক্ষয়িত্রীর শাড়ি খুলে নিয়ে তাকে অপমান করার ধৃষ্টতা দেখানোর পরও অপরাধীরা কিভাবে দিব্যি আইনের হাত থেকে গা বাঁচিয়ে থাকতে পারে তা ভাবলে হতবাক না হয়ে পারা যায় না। কিন্তু বাস্তবে তাই ঘটেছে। এমন একটি কদর্য ঘটনার পরও একমাসের বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে দুর্বৃত্তদের গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগেনি। এমন একটি বীরত্বপূর্ণ কাজ করার পরও তারা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতোবড় একটি অন্যায় ও পাশবিক বর্বরতার মুখেও থানা পুলিশ বলতে গেলে নিষ্ক্রিয়। তারা কোন তৎপরতাই দেখায়নি। বরং উল্টো দুর্বৃত্তদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অনুরূপা ভৌমিককেই ধমকে দিয়েছে। সত্যি এরপরে আর বলার কিছু থাকে না।

আমি নিজে অনুরূপা ভৌমিকের এই ঘটনার কথা যতো ভাবছি ততোই বিচলিতবোধ করছি। ভেবেছিলাম এতোদিনে ঘটনাটির নিশ্চয়ই কোন কূলকিনারা হয়েছে। খবরের কাগজে রিপোর্ট বেরিয়েছে। লেখালেখি হয়েছে। তারপরও কি কিছু বিহিত না হয়ে যায়! কিন্তু বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি সম্পূর্ণ অন্য ঘটনা। প্রতিকার তো কিছু হয়ইনি, উল্টো অনুরূপা ভৌমিকের ভাগ্যে জুটেছে পুলিশের ধমক, প্রভাবশালী মহলের শাসানি ও সমাজের উপেক্ষা আর অবহেলা। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে সে সমাজে কোনমতে মান-সম্ভ্রম নিয়ে বাঁচার প্রত্যাশাও কি দুরাশারই নামান্তর হয়ে ওঠে না? জানিনে সমাজের হর্তা-কর্তা ব্যক্তিরা এর কি জবাব দেবেন? অনুরূপা ভৌমিক এই সমাজের কাছে কোন অপরাধ করেননি। যে জমির জন্য তিনি সবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন সে জমি তার নিজের —

দামাল সামার ক্রিকেট

আবাহনী ৫ উইকেটে জয়ী

(ক্রীড়া বার্তা পরিবেশক)

গতকাল শুক্রবার ৫ম দামাল সামার ক্রিকেট টুর্নামেণ্ট উদ্বোধনীর মধ্য দিয়ে চলতি ক্রিকেট মৌসুম শুরু হয়েছে।

ধানমণ্ডী ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামে এই টুর্নামেণ্টের উদ্বোধন করেন জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল কে, এম ওয়াহেদ।

উদ্বোধনী দিনের খেলায় আবাহনী ক্রীড়া চক্র রংপুরের মুলাটোলা ক্রীড়াচক্রকে ৫ উইকেটে পরাজিত করে।

ধানমণ্ডী ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামের পশ্চিম মাঠ খেলার অনুপযুক্ত থাকায় মোহামেডান ও সিলেট জিমখানার মধ্যকার উদ্বোধনী খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়নি।

জগন্নাথ হল মাঠে অনুষ্ঠিত এই খেলায় মুলাটোলা কেসি টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ১৯ দশমিক ৪ ওভারে ৪২ রানে আউট হয়ে যায়। এই ৪২ রানের মধ্যে অতিরিক্ত রান ছিল ১৪। আবাহনীর এনাম মাত্র ২ রানে ৪টি উইকেট পান।

এরপর আবাহনী ব্যাট করতে নেমে ১২ দশমিক ৫ ওভারে ৪৩ রান করে। এনাম ৫৪ মিনিটে একটি ছক্কা ও একটি ৪-এর মারের সাহায্যে ২৮রান করেন।

উল্লেখ্য, চলতি বছর দামাল সামার ক্রিকেটে দেশের সর্বোচ্চ ২০টি দল ৮টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে লীগ পদ্ধতিতে খেলছে। এরপর গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে।

স্কোর: মুলাটোলা কেসি (রংপুর) ৪২ (জাকির ১৩, দিদার ৬। এনাম ৪/২, গোয়ালা ২/১৪)।

আবাহনী: ৫ উইকেটে ৪৩ (এনাম ২৮, লিপু ৮। রাজা ২/১৮, সুবীর ২/১০)।

ফারুকের হ্যাট্রিক

ফরাশগঞ্জ ৩-০ গোলে জিতেছে

ফারুকের হ্যাট্রিকের সুবাদে ফরাশগঞ্জ জিতেছে।

গতকাল শুক্রবার হকি স্টেডি-